ড. এম শাহাদাদ হোসাইন, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

ড. এম শাহাদাদ হোসাইন ১৯৪৭ সালের ১৩ ডিসেম্বর পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া উপজেলাধীন দধিভাঙ্গা গ্রামে তালুকদার বাড়ির এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহন করেন।

কৃষি বিজ্ঞানী ড. হোসাইন বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই) মহাপরিচালক থাকা অবস্থায় বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের জারিকৃত আদেশ বলে জুন ২০০৫ সালে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে মহাপরিচালক পদে যোগদান করেন।

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটটে মহাপরিচালক পদে পদোন্নতির পূর্বে তিনি যথাক্রমে অক্টোবর ২০০৩ থেকে এপ্রিল ২০০৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলে সদস্য-পরিচালক (এইআরএস), সেপ্টেম্বর ২০০২ থেকে অক্টোবর ২০০৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে পরিচালক (প্রশাসন ও সাধারণ পরিচর্যা) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এর পূর্বে তিনি মে ২০০০ থেকে মে ২০০১ পর্যন্ত প্রেষণে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলে সদস্য-পরিচালক (এইআরএস) পদে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে মার্চ ১৯৭৯ সালে উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা পদে যোগদান করেন এবং পর্যায়ক্রমে প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, পরিচালক এবং মহাপরিচালক হিসেবে পদোন্নতি প্রাপ্ত হন। বিএআরআইতে যোগদানের পূর্বে ড. হোসাইন ১৯৭০ সালের ১৩ই ডিসেম্বর হতে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে মহকুমা কৃষি কর্মকর্তা এবং বিষয় ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন বেসরকারী ও বিদেশি সংস্থায় দায়িত্বপূর্ণ পদে কর্মরত ছিলেন এবং অসংখ্য গুরুত্বপূর্ন প্রকল্পে নেতৃত্ব প্রদান করেন।

ড. হোসাইনের শিক্ষা জীবন ছিল অতি গৌরবের। উনি প্রতিটি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত প্রথম বিভাগ/শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছেন। ১৯৬৩ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমানে বাংলাদেশ) কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে তিনি প্রথমে বিএসসি (এজি) ১৯৬৮ এবং ১৯৬৯ সালে কৃষিতত্বে এমএসসি (এজি) পাশ করেন। ১৯৭৮ সালে ইউক্রেনিয়াম কৃষি একাডেমি, কিয়েভ একাডেমি, কিয়েভ, রাশিয়া থেকে কৃষি অর্থনীতিতে কৃতিত্বের সহিত পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

বর্ণিল কর্মজীবনে ড. হোসাইন কৃষি প্রযুক্তি উন্নয়নে বিশেষ করে কৃষি অর্থনীতিতে অনেক অবদান রেখেছেন। মহাপরিচালক হিসাবে গবেষণা কার্যক্রমের আধুনিকীকরণ ও কৃষকের প্রয়োজন ভিত্তিক গবেষণা হাতে নেওয়ার ব্যাপারে বিজ্ঞানীদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। এছাড়াও মহাপরিচালক থাকা অবস্থায় তিনি প্রশাসনের অনেক সংস্কার সাধন করেন। বিশেষ করে বিএআরআই এর সার্ভিসরুলে এসও থেকে এসএসও পদোন্নতির বয়স সর্বোচ্চ ৩১ বছর থাকায় পদোন্নতি সমস্যা ছিল। ড. হোসাইনের ব্যক্তিগত উদ্দোগে এ সমস্যার সমাধান হওয়ায় পদোন্নতির ক্ষেত্রে বারিতে বিল্পব সাধিত হয়েছে। এ ছাড়াও তিনি সকল নার্সভূক্ত ইনস্টিটিউটের মধ্যে একমাত্র বারিতে পেনশন প্রথা চালুর ব্যবস্থা করেন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য হিসাবে কৃষি শিক্ষা আধুনিকরণে বিবিধ পরামর্শ প্রদান করেছেন। ড. হোসাইন অনেক পেশাভিত্তিক সংগঠনের সদস্য, বিশেষকরে কৃষি অর্থনীতিবিদ সমিতির সাধারণ সম্পাদক এবং প্রথম সার্ভিসরুল প্রবর্তন করেন।

তার রচিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ও প্রতিবেদন জাতীয় ও আন্তজার্তিক বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও তিনি একটি পুস্তক প্রকাশ করেছেন।